Raniganj Girls' College
Department of History
Sixth Semester Core Paper (601) for Honours
Paper Name: War and Diplomacy (1914-1945)

## স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকারের অভ্যন্তরীন নীতি ও বৈদেশিক নীতিঃ ১৯২৪-৪৫

### অভ্যন্তরীন নীতিঃ

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে লেনিনের দুই সহকর্মী যোসেফ ভিসারিওনোভিচ্ জুগাস্ভিলি, যিনি স্তালিন নামে পরিচিত ও লিও ট্রটস্কির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। উভয়ের মধ্য ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিলই, এবার এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আদর্শের সংঘাত, 'চিরস্থায়ী বিপ্লব' না 'একদেশে বিপ্লব'। দুই নেতার এই আদর্শগত দ্বন্দ্বে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্য স্তালিনের পক্ষে ছিলেন। ফলে ট্রটস্কি ১৯২৯ সালে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়ে মেক্সিকোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জিনোভিয়েভ, কেমেনভ যারা স্তালিনের বিপক্ষে ছিলেন তাদের পলিটব্যুরোর সদস্য পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। স্তালিন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেন এবং সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট দলের সাধারন সম্পাদক ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হন।

ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি লেনিন প্রবর্তিত 'নেপ' (NEP, New Economic Policy)-কে অনুসরণ করে চলেন। ১৯২৬ সালে স্তালিনের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে রুশ শিল্প ও কৃষি উৎপাদন প্রাক্ যুদ্ধকালীন সীমায় পৌঁছে যায়। প্রয়োজন ছিল কারখানা ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের। ১৯৩১ সালের স্তালিনের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ—"উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা আমরা ৫০ বছর পিছিয়ে আছি"। তিনি রাশিয়ায় আধুনিক বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প কারখানা গড়ার পরিকল্পনা করেন। এই শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন তিনি বিদেশে কৃষি-পণ্য রপ্তানি করে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেন। কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করার জন্য আবার রাশিয়ায় আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ও বৃহৎ খামার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখাদেয়। এজন্য স্তালিন 'যৌথ খামার' বা 'কোলখোজ' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আদর্শগত ভাবে কোলখজ গঠনের ফলে কৃষি উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়, যা আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া, জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সঙ্কোচন ঘটিয়েছিল, যা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিভাজনকে দুর্বল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু এই যৌথ খামার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা খুব সহজ কাজ ছিল না। ১৯২৮-৩০ সালের মধ্যে ২০টি ছোট ছোট খামারকে যৌথ করার প্রক্রিয়া গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা সফল হলে ক্ষুদ্র কৃষকের ছোট ছোট জমি ছাড়া সকল প্রকার কৃষি খামারগুলিকে 'কোলখোজে' পরিণত করার কাজ শুরু হয়। কোলখোজে নিজেদের ব্যক্তিগত জমি ছেড়ে দিতে যেমন ছোট কৃষকরা, তেমন 'কুলাক' বা সম্পন্ন বড় কৃষকরাও তীব্র বাধা দেয়। স্তালিন কুলাকদের ধ্বংস করার আদেশ দিলে ''শেষ পর্যন্ত যৌথ খামারকরণ প্রক্রিয়া এক সামরিক তান্ডবে পরিণত হয়''। ১৯৩৭ সাল নাগাদ ৯৯% কৃষি খামারগুলি কোলখোজে পরিণত হয়েছিল।

স্তালিন রুশ শিল্পের প্রসার ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা রচনা করেন। শিল্প বিস্তারের অঙ্গ হিসাবে তিনি কারিগরী ও সধারন শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেন। এজন্য তিনি কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেন (১৯২৮-৩৩, ১৯৩৩-৩৮ এবং ১৯৩৮-৪৩খৃঃ)। এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বভার দেওয়া হয় 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন' বা 'গসপ্ল্যান'-এর উপর। এর ফলে শিল্প উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। লোহা, কয়লা, ইস্পাত, তেল, বৈদ্যুতিক শক্তি, মোটর গাড়ী, রেলপথ, ঔষধ শিল্প, ট্রাক্টর উৎপাদন এসকল ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটে। ১৯৩৭ সালে রাশিয়া লোহা-ইস্পাত উৎপাদনে ক্রমান্নয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। অস্ত্র নির্মান শিল্পেও রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারিগরী ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতেও উন্নতি করে। এই শিল্প বিকাশের সাথে সাথে রাশিয়ায় বেকার সমস্যারও সমাধান হয়েছিল।

স্তালিনের সময় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তার সাফল্য ছিল প্রশ্নাতীত। সাত বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। ১৯৩৩ সালের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৮১% পৌঁছে গিয়েছিল। পাশপাশি এইসময় সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি ঘটেছিল। লেখক ও সাহিত্যিকগণ নতুন ভাব ও আদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিল। রাশিয়াতে এই সময় বহু পরিকল্পিত নগর তৈরী হয়েছিল।

স্তালিন সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ১৯৩৬ সালে রাশিয়ায় যে সংবিধান চালু করেন তা 'স্তালিন সংবিধান' নামে পরিচিত। এই সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সোভিয়েতের উপর অর্পন করেছিল। ১৮ বছর বয়স্ক সকলেই ভোটাধিকার অর্জন করেছিল। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। কম্যুনিষ্ট দল, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মনোনয়নে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যেত। রোমা রোলাঁ এই সংবিধানের প্রশংসা করেছিলেন। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রেই নয় পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও স্তালিন সমানভাবে সফল হয়েছিলেন। অকুতোভয় ও দুঃসাহসী স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক রাশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছিল। 'স্তালিন' শব্দের অর্থ 'ইস্পাত', স্তালিন সত্যিই সার্থকনামা ছিলেন।

স্তালিন সমালোচনার উর্দ্ধে ছিলেন না। অনেকের মতে, তিনি অন্যায়ভাবে বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিলন, তার স্বৈরাচার ও অত্যাচারের কারনে তার সময়কালে সোভিয়েত রাশিয়া একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক ন্যায় বিচারে স্তালিনের মূল্যায়ন এখনও হয়নি। তাছাড়া বলা যায়, তার সকল দোষ-ত্রুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার সার্থক নেতৃত্ব দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তিনি লৌহ-মানব বা ইস্পাত-কঠোর মানসিকতার প্রতীক হলেও তিনি ভদ্র, অতিথি-বৎসল,পারিবারিক জীবন-অনুরাগী ছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল তাঁর গ্রন্থ 'গ্যাদারিং স্টর্ম'-এ স্তালিনের ব্যক্তি-জীবন ও আতিথেয়তার প্রশংসা করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করেছিলেন। যে কারনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ঝুঁকি নিতে সক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্র-সংগঠন ও সমাজতন্ত্রের প্রয়োগে তার কৃতিত্ব অসামান্য।

## বৈদেশিক নীতিঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে একটি সুচিন্তিত বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করা খুব সহজ ছিল না। বিশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে। একদিকে ছিল বলশেভিক বিপ্লব পরবর্তী গঠনমূলক এবং সমাজতন্ত্রমুখীন কাজের দাবী, অন্যদিকে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। একটি ভুল সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ সোভিয়েত রাশিয়াকে সংকটের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। কারণ ইতিমধ্যে সোভিয়েত সরকার পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির চরম বিরোধিতা এবং গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করেছে, বিশ্বের নেতৃ-স্থানীয় বা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি তখনও সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে ১৯২২ সালে (লেনিনের সময়) ইউরোপের দুই কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন দেশ সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, 'র‍্যাপালো চুক্তি'। এই প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া একটি বড় রাষ্ট্রের কাছ থেকে মর্যাদা লাভ করেছিল। এই চুক্তি হিটলারের উত্থানের আগে পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

এরপর ১৯২৪সালে লেনিনের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী স্তালিন বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করে যে, যে রাষ্ট্র রাশিয়াকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে সোভিয়েত রাশিয়া তাকে বানিজ্যিক সুবিধা দেবে। এরপরে বৃটেনে রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয় (১৯২৪ খৃঃ)। ১৯২৪ সালের মধ্যে ইউরোপের আরও নয়টি রাষ্ট্র সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াকে বাদ দিয়ে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ১৯২৪ সালেই লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষর করলে এটি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক ইউরোপীয় দেশগুলির সংঘবদ্ধতা বলে রাশিয়া মনে করে। স্তালিন সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তার খাতিরে জার্মানী ও তুরস্কের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বাতিল করে দেয়। কারন, ইংল্যান্ডে ১৯২৬ সালের শ্রমিক ধর্মঘটের সময় রুশ শ্রমিক সংঘ তাদের সাহায্য করেছিল। স্বাভাবিক কারনে ইংল্যান্ড অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আর ফ্রান্সের ক্ষোভের কারন ছিল জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্টতা।

কিন্তু স্তালিন লেনিনের মতই বাস্তববাদী ছিলেন। স্তালিন উপলবদ্ধি করেছিলেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিকে সফল্ভাবে রূপায়িত করার জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রয়োজন। ফলস্বরূপ স্তালিনের উদ্যাগে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সন্দেহ নিয়েই ইংল্যান্ড পুনরায়.১৯২৯ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে, ফ্রান্স ১৯৩২ সালে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ১৯৩৩সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি জানায়।

ইতিমধ্যে জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থান রুশ-জার্মান সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছিল। যার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী। যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মনোভাব অপরিবর্তীত ছিল, যার প্রতিফলন পরবর্তী ঘটনাবলীতে দেখা গিয়েছিল (১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ১৯৩৮ সালে ম্যুনিখ প্যাক্ট প্রভৃতি)। যাইহোক ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করলে হিটলার অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অন্যদিকে তৎকালীন ইউরোপীয় রাজনীতিতে 'ফরাসী ভীতি'-র উপস্থিতি ১৯৩৫ সালে রুশ-ফরাসী মৈত্রী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও ফ্রান্স যৌথভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভৌমিক অখন্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

এই পর্যায়ে স্তালিন চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে যৌথভাবে ফ্যাসীবাদের অগ্রগতিকে রোধ করতে। এক্ষেত্রে তিনি সাফল্য পাননি। ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছিল। স্তালিন জাতিসংঘকে ইটালীর প্রতি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ইটালীকে তোষন করলে ফ্যাসীবাদের কালছায়া আরও দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ভূমিকা সদর্থক ছিল না। স্তালিনের উদ্যোগ সত্ত্বেও স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্য করার পরিবর্তে ফ্যাসিস্ট ইটালী ও জার্মানীর বিরুদ্ধে নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করেছিল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কার্যকলাপে স্তালিনের মোহভঙ্গ ঘটেছিল এবং অনুভব করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রয়োজনে এককভাবেই ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে হবে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলির তীব্র সোভিয়েত-বিদ্বেষ তিনি ভাল্ভাবেই উপলবদ্ধি করেছিলেন।

এরপর ১৯৩৬ সালে জার্মানী ও জাপানের মধ্যে কমিনটার্ণ-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে রুশ-জাপান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। আর চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এই সম্পর্ককে তিক্ততর করে তুলেছিল। জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া চীনকে সমর্থন করে। এদিকে ১৯৩৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়াকে অন্ধকারে রেখে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ম্যুনিখ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল হিটলারকে সন্তুষ্ট করার জন্য, যা স্তালিনের কাছে বিপদ-সঙ্কেত ছিল। যার ফলশ্রুতি ছিল ১৯৩৯ সালের সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শগত ভিত্তির বিরুদ্ধে গিয়েও স্তালিন বাধ্য হয়েছিলেন এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে স্বদেশকে ইঙ্গ-ফরাসী ও জার্মান রাষ্ট্র-জোটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। যদিও স্তালিন এবং হিটলার এই চুক্তির ক্ষণ-স্থায়িত্ব নিয়ে সচেতন ছিলেন। যাইহোক স্তালিন যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সময় পেয়েছিলেন।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে রাশিয়া আক্রমণ করলে সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। স্তালিন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাহায্য লাভের আশায় আটলান্টিক সনদ ও মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-সম্পর্কিত সমস্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেনএবং মিত্রপক্ষে যোগ দেন। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের রুশভেল্ট, ইংল্যান্ডের চার্চিলের মত নেতৃত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্তালিন আন্তর্জাতিক স্তরের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে স্তালিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একদিকে ফ্যাসীবাদের আতঙ্ক অন্যদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সাম্যবাদ বিরোধিতা, এই দুই রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে রক্ষা করা এবং প্রতিষ্ঠা করার দুরুহ দায়িত্ব ছিল স্তালিনের উপর। এইকাজে তার সাফল্য নিয়ে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক মহলে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় যে তিনি এক জটিল সময়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে শুধু রক্ষা করেননি, আন্তর্জাতিক স্তরে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে তার মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান ঘটেছিল।

অনুশীলনের জন্যঃ ১০ মানের প্রশ্নঃ—

১। লেনিন পরবর্তী কালে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরীন নীতি আলোচনা কর।
২। লেনিন পরবর্তী কালে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।
৩। স্তালিন কিভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?

৫ মানের প্রশ্নঃ—

১। স্তালিন কিভাবে সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষি-সংস্কারকে রূপায়িত করেছিলেন?
২। স্তালিনের যৌথ-খামার পরিকল্পনা কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছিল?
৩। স্তালিন প্রবর্তিত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে কি জান?
৪। স্তালিনের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য কী ছিল?
৫। স্তালিন কেন জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন?

১ এবং ২ মানের প্রশ্নঃ—

১। স্তালিন কোন সালে সভিয়েত রাশিয়ার সর্বোচ্চ পদে আসীন হন?
২। স্তালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে মতপার্থক্যের কারণ কি ছিল?
৩। ‘কোলখোজ’ বলতে কি বোঝ?
৪। স্তালিন কখন ও কয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করেছিলেন?
৫। কোন সালে ‘স্তালিন সংবিধান’ প্রবর্তিত হয়েছিল?
৬। ‘গসপ্ল্যান’ কী?
৭। কোন সালে ইংল্যান্ড/ ফ্রান্স/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছিল?
৮। কোন সালে সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করেছিল?
৯। ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে কখন অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে এই দুই দেশ কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল?
১০। কমিনটার্ণ-বিরোধী চুক্তি কখন ও কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
১১। কখন ও কাদের মধ্যে ‘ম্যুনিখ প্যাক্ট’ স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
১২। রুশ-জার্মান ‘অনাক্রমণ চুক্তি’ কখন স্বাক্ষরিত হয়েছিল?